প্রশ্ন ৩। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিতে যে সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

উত্তর। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি বাংলাদেশের গ্রামের পরিবেশে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং, এতে গ্রামের সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয় পূর্ণাঙ্গ না হলেও তাতে গ্রাম্য হিন্দুসমাজের মূল রূপটির পরিচয় বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রামের সমাজের মূল অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল জমিদার ও রায়তের বা কৃষকের সম্পর্ক। এদের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী ধনশালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত ও সামাজিক দিক থেকে নিপীড়িত দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষেরা ভূমিকর্ষণ করে, বেতের কাজ বা অন্যান্য হাতের কাজ প্রভৃতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। গ্রামের জমিদার অনেক সময়ে স্থানীয় লোক হতেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে নায়েবই সর্বময় কর্তৃত্ব করত এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ দরিদ্র নিম্নবর্ণের প্রজাদের জীবন অসহনীয় করে তুলত। নায়েবের কর্মচারীরাও দরিদ্র সাধারণ মানুষগুলির উপর অকারণে অত্যাচার করত।

সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষদের ছোট জাত বলে ঘৃণা করত। এই তথাকথিত ছোটজাতের লোকেরা উঁচু জাতের লোকদের কাছে যেতে সাহস পেত না। গ্রামের উচ্চবর্ণের সম্পন্ন গৃহস্থরা আত্মীয়ের মৃত্যুতে পূর্ণ সমারোহের সঙ্গে হিন্দু আচারাদি পালন করে চিতায় কাঠ সাজিয়ে মৃতদেহ ভস্মীভূত করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করত। মুখোপাধ্যায় গৃহিণীর সধবা অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় তাঁর কপালে সিঁদুর লেপন করে, পায়ে আলতা পরিয়ে, দেহকে মালাচন্দনে ভূষিত করে সমারোহে শবযাত্রা করা হয়েছিল। নীচুজাতির মানুষদের জীবনের মত মৃত্যুও ছিল সমারোহহীন, আয়োজনহীন এবং নিষ্প্রভ। এমন কি দুলে প্রভৃতি নীচু জাতের মৃতদেহ দাহ করা হত না, নদীর চড়ায় পুঁতে ফেলা হত। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও দুলে জাতির মানুষেরা জীবনে বা মৃত্যুতে হিন্দু আচার বা প্রথা পালনের কোনও সুযোগ পেত না। তা ব্যয়সাধ্য তো ছিলই তাছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের পূর্ণ হিন্দু ধর্মাচরণের অধিকার দিতে রাজি ছিল না। নিম্নবর্ণের লোকেরা হিন্দুধর্মের প্রথা পালনের চেষ্টা করলেও উচ্চবর্ণের লোকেরা তাতে বাধা দিত। কাঙালীর প্রার্থনায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কাঠ দিতে অস্বীকার করেছে, পুরোহিত তীব্র ঘৃণার সঙ্গে নিম্নবর্ণের প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং ঠাকুরদাসের পুত্র ছোটজাতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছে।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার। বস্তুত গ্রাম্যসমাজে উচ্চশ্রেণির মানুষদের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অত্যাচারের সামনে দরিদ্র অন্ত্যজ মানুষগুলির এই মানবিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এক স্বাভাবিক শ্রেণিচেতনা যেন দরিদ্র মানুষগুলিকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। অভাগীর অসুস্থতায় প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর করেছে, উপদেশ দিয়েছে, নিজেদের জানা টোটকা ওষুধের নির্দেশ দিয়েছে। তার মৃত্যুকালেও প্রতিবেশিনীরা উপস্থিত থেকে কর্তব্য করবার চেষ্টা করেছে। জমিদারের দারোয়ানের কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রতিবেশীরা অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই মানুষগুলির আচরণে যে স্বাভাবিক সহজ মানবিকতা ফুটে উঠেছে তা উচ্চশ্রেণির মানুষদের মধ্যে দুর্লভ।